পলিসি ব্রিফ

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের কোভিড-১৯ এর জন্য আর্থিক প্রণোদনার বিষয়ে ব্যক্তিখাতের দায়বদ্ধতা

শিক্ষণীয় এবং সুপারিশসমূহ

তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রপ্তানীমুখী আয়ের উৎস, যা থেকে মোট রপ্তানীর ৮৪% এবং জিডিপির ১১% আসে। এই শিল্পে প্রায় ২৫.৯ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে ৬৩ শতাংশই নারী। কোভিড-১৯ মহামারী যখন এই পোশাক শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে ফেলে তখন শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের জন্য সরকার পোশাক শিল্প কারখানায় আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের মাধ্যমে ভর্তুকি ঋণস্বরূপ ১০,৫০০ কোটি টাকা বিতরণ করে। সর্ববৃহৎ আনুষ্ঠানিক ব্যক্তিখাত হিসেবে পোশাক শিল্পের বিভিন্ন ধরণের দায়বদ্ধতা রয়েছে। ব্যক্তিখাতের দায়বদ্ধতা বলতে আমরা বুঝি যে, সমাজ, অর্থনীতি এবং পরিবেশের উপর সৃষ্ট প্রভাবের জন্য ব্যক্তিখাতগুলো দায়ী এবং এর জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে। এই মর্মে প্রতিষ্ঠানগুলো প্রণোদনা প্যাকেজের শর্তসমূহকে কতটুকু মেনে চলেছে সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই পলিসি ব্রিফ শ্রমিকের জীবিকা নিশ্চিতকরণে প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধা বা অর্জন, সীমাবদ্ধতা ও এর ভবিষ্যত ব্যবহার উপযোগিতা পর্যালোচনা করে। আমাদের প্রত্যাশা, প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ভবিষ্যতে সরকারী এবং ব্যক্তিখাত উদ্যোগকে শক্তিশালী করবে।

প্রতীয়মান বিষয়

- তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রমিকের বেতন পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রণোদনার উদ্যোগটি শ্রমিকদের জীবিকার সুরক্ষা করেছে এবং কোভিড-১৯ সংকট মোকাবিলায় শিল্পটিকে সহযোগিতা করেছে ।
- তৈরি পোশাক শিল্পের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের জন্য সরকার, শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধি এবং নাগরিকদের কাছে দায়বদ্ধ থাকা উচিৎ।
- কোভিড-১৯ এর আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের শর্তাবলী পালন করা হচ্ছে কিনা তা সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পর্যবেক্ষণ ও নিশ্চিত করা দরকার এবং এই প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণও অন্তর্ভূক্ত করা উচিৎ।
- প্রণোদনা প্যাকেজের শর্তসমূহ ছোট পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকিতে থাকা শ্রমিকদের সহযোগিতায় সক্ষম নয়।
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে বেতন প্রদান স্বচ্ছতা, নিরাপত্তা ও যথাসময়ে শ্রমিকের কাছে অর্থ পাঠানোর একটি কার্যকর উদ্যোগ।
- BGMEA এবং BKMEA- এ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, ৬২ শতাংশ BGMEA- এর সদস্যভূক্ত কারখানা এবং ২৯ শতাংশ BKMEA- এর সদস্যভূক্ত কারখানা এই প্রণোদনা প্যাকেজের অধীনে ঋণ পেয়েছে।
- জেন্ডার ভিত্তিক নিয়োগ বিন্যাস এবং জেন্ডার ভিত্তিক ছাঁটাই- দুটোর মধ্যেই সাদৃশ্য আছে, অর্থাৎ এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, নারী শ্রমিকেরা অসমভাবে ছাঁটাই হয়নি।

forge | christian aid | blast ব্লাস্ট | নারীপক্ষ NARIPOKKHO

পদ্ধতি

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (CPD) এবং সজাগ কোয়ালিশনের যৌথ গবেষণা[1] (১০০টি কারখানা এবং ৪০০ জন শ্রমিকের উপর পরিচালিত ১টি জরিপ), অন্যান্য সংশ্লিষ্ট গবেষণা, তৈরি পোশাক শিল্পের ৪০ জন ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির সাথে আলোচনা সভা, দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড[2] এর সংগৃহীত কারখানার ইতিবাচক উদ্যোগ ও চর্চা, মিডিয়া প্রতিবেদন, নিজস্ব সংগৃহীত এবং অন্যান্য সুত্রের তথ্যের ভিত্তিতে এই পলিসি ব্রিফটি তৈরি করা হয়েছে ।

প্রণোদনা প্যাকেজের ইতিবাচক ফলাফল

তৈরি পোশাক শিল্পে সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজ শ্রমিকের আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ ছিল। এই সময়ে রপ্তানীমুখী আয় নিম্নগামী থাকলেও ২০২০ সালের শেষার্ধে তা পুনরুদ্ধার হতে শুরু হয়। BGMEA এবং BKMEA- এ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, ৬২ শতাংশ BGMEA- এর সদস্যভূক্ত কারখানা এবং ২৯ শতাংশ BKMEA এর সদস্যভূক্ত কারখানা এই প্রণোদনা প্যাকেজের অধীনে ঋণ পেয়েছে। এই প্রণোদনা প্যাকেজ ছাড়াও সরকার আরও অন্যান্য সুবিধাদি- যেমন: বিলম্বিত ইউটিলিটি বিল পরিশোধের সুযোগ ও ব্যাংক ঋণ প্রদান করে।

প্রণোদনা প্যাকেজের শর্তসমূহ

প্রণোদনা প্যাকেজের শর্তসমূহে বলা হয়েছিল যে, কারখানাগুলো শ্রমিক ছাঁটাই করতে পারবে না এবং ঋণের ৯৫% টাকা শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের জন্য ব্যয় করতে হবে। যে কারখানাগুলো তাদের উৎপাদিত পণ্যের ৮০% এর বেশী রপ্তানী করে ও BGMEA অথবা BKMEA- এর সদস্য এবং যে সব কারখানা প্রণোদনা প্যাকেজের পূর্ববর্তী ৩ মাসের বেতন শ্রমিকদেরকে পরিশোধ করেছে তারাই এই ঋণ পাবে। ব্যাংক অথবা একটি মোবাইল ভিত্তিক আর্থিক সেবা অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তা পরিশোধ করা হবে এবং ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি সেই বেতন প্রদান করা হবে। এই শর্তের উপর ভিত্তি করে প্রণোদনা প্যাকেজ দেয়া হয়। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ ২% সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে এই প্রণোদনা লাভ করেছে। কিস্তিতে এই ঋণ এর টাকা পরিশোধের জন্য ঋণ গ্রহীতাদের ৬ মাস অতিরিক্ত সময় প্রদান করা হয়েছিল। (উল্লেখ্য, এই শর্তগুলো পরবর্তীতে পুনর্বিবেচনা করা হয়েছিল।)

ভবিষ্যতে প্রণোদনা প্যাকেজ তৈরির ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ফলাফল, শিক্ষণীয় এবং সুপারিশসমূহ

প্রণোদনা প্যাকেজের রূপরেখা

আর্থিকভাবে সংকটাপন্ন কারখানা প্রণোদনার সহযোগিতা পায়নি

যেসব কারখানা সরাসরি রপ্তানীমুখী নয়, সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ করে এবং BGMEA অথবা BKMEA- এর সদস্য নয় এমন ক্ষুদ্র কারখানাগুলো শর্ত পূরণে অক্ষম ছিল। জরীপকৃত কারখানার ৬৭.৬% প্রণোদনার জন্য আবেদন করে এবং তাদের মধ্যে ৬২.৭ সাহায়তা পায়।[3]

- দুর্যোগকালে যেসব কারখানা শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধে অক্ষম কিন্তু রপ্তানীমুখী কারখানার জন্য পণ্য সরবরাহ করে সেইসব কারখানা ও শ্রমিকদের সহজ শর্তে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতাভূক্ত করতে হবে।

1 Report titled *"Corporate Accountability on Labour and Human Rights amid COVID Pandemic: Case of Financial Stimulus Package Funds in the RMG Sector"* by Dr. Khondaker Golam Moazzem et. al. 2021

2 https://www.tbsnews.net/economy/rmg/stimulus-cheques-pave-way-digital-payments-rmg-workers-281410

3 CPD-Shojag survey

প্রণোদনার ঋণ আবেদনে প্রতিবন্ধকতা

সরকারের তড়িৎ উদ্যোগ সত্ত্বেও প্রক্রিয়াগত জটিলতা ছিল। জরীপকৃত কারখানার ৩২.৪% ঋণ সুবিধা পায়নি, আর ৩৮.৫% বলেছে, শুধুমাত্র প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে তারা আবেদন করেনি।[৪] ঘনঘন বিধিবিধান পরিবর্তনের কারণে মালিকপক্ষ এবং ব্যাংকগুলো ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া করতে সমস্যায় পড়েছিল। লকডাউনের মধ্যে সীমিত চলাচল এবং স্বল্পসংখ্যক কর্মী নিয়ে কারখানাগুলোকে ঋণ আবেদনের জন্য কাজ করতে হয়েছিল, সেইজন্য কারখানাগুলোর আবেদন প্রক্রিয়া জটিল ছিল। জরীপকৃত কারখানার ৩২.৪% ঋণ পায়নি।

- আবেদন প্রক্রিয়া সহজতর এবং দ্রুত ঋণবিতরণ নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশিকা (Operational Guideline) সরলীকরণ করতে হবে।

ঋণের শর্ত পূরণে ঘাটতি

কিছু প্রণোদনা প্যাকেজপ্রাপ্ত কারখানার শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে

কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার পোশাক শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে ।[৫] প্রণোদনা প্রাপ্ত কারখানা প্যাকেজের শর্তানুযায়ী শ্রমিক ছাঁটাই করতে পারে না কিন্তু দেখা যায়, জরীপকৃত কারখানার ২৫%, যারা প্রণোদনা সহায়তা পেয়েছে তারা এই শর্ত লঙ্ঘন করেছে। ছাঁটাইকৃত শ্রমিকের ৫৯% বেতন পেয়েছে আর ১৪% কোন কিছুই পায়নি ।[৬] CPD- সজাগ এর জরীপে দেখা গেছে, জেন্ডারভিত্তিক নিয়োগ বিন্যাস এবং জেন্ডারভিত্তিক ছাঁটাই দুটোর মধ্যেই সাদৃশ্য আছে, অর্থাৎ এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, নারী শ্রমিকেরা অসমভাবে ছাঁটাই হয়নি।

- নিয়োগ, নিয়োগ বাতিল এবং ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে জেন্ডারবৈষম্য যাতে না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য লিঙ্গবিভাজিত তথ্য নিয়মিত সংগ্রহ করা প্রয়োজন।
- প্রণোদনা গ্রহীতারা কতটুকু শর্ত পূরণ করছে সে বিষয়ে কোভিড ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMCS), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE)-এর কারখানা পরিদর্শক এবং ফিল্ড পর্যবেক্ষণ দলের নিবিড় পর্যবেক্ষণ আবশ্যক।
- বাংলাদেশের শ্রম আইন দ্বারা গঠিত কারখানাভি-ত্তিক অংশগ্রহণকারী কমিটি (WPCs) এবং ট্রেড ইউনিয়ন এর সাথে আলোচনার ভিত্তিতে শ্রমিক ছাঁটাই পরিকল্পনা করার বিধান বাংলাদেশ শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

জরীপে সাক্ষাৎকার দেয়া শ্রমিক প্রতিনিধিরা অভিযোগ করেছেন যে, কালো তালিকাভূক্ত হবার ভয়ে শ্রমিকরা নিয়োগকারীদের এই সাময়িক কর্মবিরতি বা ছাঁটাই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস করেনি। জরীপে ৩৩% নিয়োগকারী বলেছেন যে, তারা তাদের ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের এই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করা বা এই ব্যাপারে ব্যাখ্যা চাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল ।[৭]

যথাসময়ে বেতন ও অন্যান্য সুবিধাসমূহ আংশিক প্রদান

CPD- সজাগ জরীপ অনুসারে ২৮.৫% শ্রমিক- যারা কারখানা থেকে সহযোগিতা পেয়েছেন তারা অভিযোগ করেছেন যে, এই জরীপের আগে ১০ মাস বিলম্ব করে বেতন পেয়েছেন। ২১% ছাঁটাইকৃত শ্রমিক- যারা আবার নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন তারা ছাঁটাই সময়কালে কোন বেতন পাননি এবং ৩৫.৭% শ্রমিক বেতনের আংশিক মাত্র পেয়েছেন, তবে নিয়োগকারীদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ৭৫% ছাঁটাইকৃত শ্রমিক বেতন পেয়েছেন এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে ৭৮% সাময়িক বরখাস্তকৃত শ্রমিকের প্রাপ্য পরিশোধ করা হয়েছে।

- DIFE এবং BGMEA/BKMEA[৮] কে নিশ্চিত করতে হবে যে, কারখানাগুলো তাদের শ্রমিকদের (পুনঃনিয়োগকৃত এবং ছাঁটাইকৃত উভয়কে) সময়মত বকেয়া পরিশোধ করবে এবং পারস্পরিক সমঝোতা অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করে বেতন প্রদান করবে।

4 CPD-Shojag survey
5 CPD and MiB, 2021
6 CPD-Shojag survey
7 CPD-Shojag survey
8 Department of Inspection of Factories and Establishment, Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association

আংশিক বকেয়া মজুরি পরিশোধ

প্রণোদনার একটি শর্ত হলো, ৯৫% অর্থ শ্রমিকদের বেতনের জন্য ব্যবহার করতে হবে কিন্তু কারখানাগুলো শ্রমিকদের শতভাগ বেতন দেবে, নাকি বেতনের ৬৫% দেবে (সাময়িক কর্মবিরতি বা ছাঁটাই মজুরির হার) সেই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা ছিল না। পরবর্তীতে শ্রম ও মানবসম্পদ প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক ও সরকারী প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে একটি ত্রিপক্ষীয় সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সাময়িক কর্মবিরতি বা ছাঁটাই মজুরি হিসেবে ৬৫% পরিশোধ করা হবে। কোভিড-১৯ সংকটে ৬৫% বেতন একটি পরিবার চালানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না, কারণ বেশীর ভাগ শ্রমিকই ওভার টাইমের পারিশ্রমিকের উপর নির্ভরশীল ছিলো। জীবিকার উপর মুদ্রাস্ফীতির চাপ, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত অধিকতর ব্যয় এবং পারিবারিক আয়ের নিম্নগতির কারণে তাদের আর্থিক অনটন আরও বেড়ে যায়। এই অবস্থার সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য ৮২% শ্রমিক পারিবারিক ব্যয় কমিয়েছে, ৭৫% শ্রমিক কম খাদ্য গ্রহণ করেছে, ৪০% শ্রমিক ঋণ করছে এবং ৪১% শ্রমিক তাদের সম্পদ বিক্রি করেছে।[৯]

- দুর্যোগ/অতিমারীকালীন পরিস্থিতিতে শ্রমিকের বেতন বিদ্যমান ৬৫% এর চেয়ে বৃদ্ধি এবং তা বাংলাদেশ শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা যথেষ্ট জোরালো নয়

ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা প্রথম থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত হয়নি। অনেক ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি অভিযোগ করেছেন যে, তারা এই প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণার পূর্বে এই বিষয়ে কিছুই জানতেন না।[১০] তারা আরও বলেছেন, সাধারণ লকডাউনের সময়ে শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ, একত্রিত হওয়া এবং বিক্ষোভ করার ক্ষেত্রে তারা যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। অনেক সময় তারা ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে এবং ব্যয় সংকোচনের ক্ষেত্রে যথাযথ মজুরী আদায়ের জন্য আলাপ-আলোচনা করতে সক্ষম হলেও সাধারণত কারখানার ব্যবস্থাপকদের সাথে তাদের ব্যয় সংকোচন ও ছাঁটাইয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের আলাপ-আলোচনার সুযোগ থাকে না।

- শ্রম আইন, কোভিড-১৯ এর ন্যায় যেকোন দুর্যোগ মোকাবিলার উদ্যোগ, প্রণোদনা প্যাকেজ এবং স্বাস্থ্য নির্দেশিকার বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের ভূমিকা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

কারখানা খোলা অবস্থায় শ্রম আদালত বন্ধ

শ্রম আদালতগুলো বিশাল সংখ্যক মামলার ভারে ভারাক্রান্ত। দায়েরকৃত মামলাগুলোর মীমাংসা হতে দীর্ঘ সময় লাগে, যা মামলা করতে শ্রমিকদের অনুৎসাহিত করে। তার উপরে অতিমারীকালীন বেশীরভাগ সময়ই শ্রম আদালত বন্ধ ছিল যার ফলশ্রুতিতে প্রণোদনা প্যাকেজের শর্ত লংঘনের অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি করার কোন সুযোগই ছিলো না।

- অতিমারী পরিস্থিতিতে শ্রম আদালতকে সক্রিয় রাখতে হবে। শ্রম আদালতেও অন্যান্য আদালতের মতো অনলাইনে মামলার কার্যক্রম পরিচালনার (আবেদন গ্রহণ ও শুনানী) ব্যবস্থা করতে হবে।

9 CPD-Shojag survey
10 BIGD study: *Covid-19 Impact on RMG Sector and the Stimulus Package Trade Union Responses. May 2020.*

আর্থিক প্রণোদনা ব্যবস্থাপনায় সরকারী ভূমিকা

অপর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ/মনিটরিং

প্রণোদনার শর্ত পূরণ এবং শ্রম আইন লঙ্ঘনের ঘটনা যাতে না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষ- যেমন: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকির ঘাটতি ছিল। নিয়মমাফিক শ্রম আইন কমপ্লায়েন্স পর্যবেক্ষণ ছাড়াও কারখানা সমূহের প্রণোদনার শর্ত ও স্বাস্থ্য নির্দেশিকা অনুসরণ পর্যবেক্ষণ করার বাড়তি প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও অতিমারীকালীন সময় তারা তাদের পরিদর্শন ৩৫% কমিয়ে দিয়েছে (২০১৯ এবং ২০২০ এর তুলনায়)[11]। কোভিড কালে শ্রম পরিদর্শকদের যেমন স্বাস্থ্য ঝুঁকি ছিল তেমন তাদের সংখ্যাও অপ্রতুল ছিল। শ্রম পরিদর্শকদের ৫৭৫টি পদের বিপরীতে পদায়িত সংখ্যা ৩১৪ জন।[12]

- প্রণোদনার শর্তসমূহ এবং স্বাস্থ্যবিধি-বিধান অনুসরণ নিশ্চিত করতে DIFE ও প্রণোদনা প্রদানকারী সংস্থার কারখানা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ বৃদ্ধি করতে হবে।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE)- এর জনবল বাড়াতে হবে এবং তাদের প্রণোদনা গ্রহণকারী কারখানা শর্ত ভঙ্গ করলে জরিমানা ও শাস্তি প্রদানের এখতিয়া বৃদ্ধি করতে হবে।
- অতিমারীকালীন কারখানা চালু অবস্থায় শ্রম পরিদর্শকদের সম্মুখসারির কর্মী হিসেবে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সকল ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ কারখানাগুলোর নিয়মিত এবং অস্থায়ী কর্মীদের সকল তথ্য- যেমন: নিয়োগ, ছাঁটাই ও চাকুরিচ্যুতির তথ্যের একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ থাকা বাধ্যতামূলক। এই ব্যবস্থাটি নিয়োগকারী, ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এবং সরকার দ্বারা ত্রিপক্ষীয়ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিৎ। এই ত্রিপক্ষীয় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, অভিযোগগুলোর সমাধান এবং কার্যকারীতার মূল্যায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

স্বচ্ছতা এবং তথ্য প্রকাশ অপ্রতুল

৫৭.৮% সাক্ষাতকার প্রদানকারী শ্রমিক জানিয়েছেন যে, তাদের নিয়োগকারীরা প্রণোদনা সহায়তা পেয়েছিল কিনা অথবা এই অর্থ কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল তা তারা জানেন না। মাত্র ২১% নিয়োগকারী বলেছেন যে, তারা প্রণোদনার যে অর্থ পেয়েছেন তার ব্যয়ের পরিমান প্রকাশ করেছেন।[13]

- প্রণোদনার অর্থ বিতরণ সম্পর্কিত সকল তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এর ওয়েবসাইটে দিতে হবে।
- প্রণোদনা প্রদানকারী ব্যাংকগুলোকে কারখানার অর্থ বিতরণের তথ্য নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে।
- BGMEA/BKMEA কে একটি "ওয়েব পোর্টাল" তৈরির মাধ্যমে কারখানার বেতন পরিশোধের চিত্র প্রকাশ করতে হবে এবং ট্রেড ইউনিয়নকে তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ করে দিতে হবে।

ভবিষ্যত দিক নির্দেশনা

আর্থিক পরিসেবার উত্তম চর্চা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

প্রণোদনা প্যাকেজে মোবাইল আর্থিক পরিসেবা (MFS) অথবা অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে শ্রমিকদের বেতন প্রদানের শর্ত থাকলেও ৭১% কারখানা তা মেনেছিল। পরবর্তীতে প্রণোদনা প্যাকেজের কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর কারখানাগুলোও আর এই পদ্ধতি চালু রাখেনি। ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মাত্র ৪৩% কারখানা এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছে।[14]

- বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে MFS পরিসেবার মাধ্যমে শ্রমিকের বেতন প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
- দুর্যোগ বা অতিমারীকালীন পরিস্থিতিতে পণ্য সরবরাহকারী কারখানার সাথে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষার জন্য আমদানীকৃত দেশগুলোকে তাদের বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের (ক্রেতাদের) আইনগত দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।

11 CPD-Shojag survey
12 https://www.thedailystar.net/business/economy/industries/news/dife-other-regulators-draw-flak-failure-2127961
13 Ibid.
14 CPD-Shojag survey

আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের দায়বদ্ধতা অপর্যাপ্ত

তৈরিপোশাক শিল্পে শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা এবং তাদের নিজস্ব দায়বদ্ধতা পালন করার বিষয়ে আন্তর্জাতিক ক্রেতাগণ দায়িত্বশীল হবে- এটাই প্রত্যাশিত কিন্তু জরীপে দেখা যায়, কোভিড-১৯ অতিমারী পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক ক্রেতারা কোন দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেনি। জরীপকৃত কারখানার মধ্যে ৮৮% কারখানা জানায়, তারা ক্রেতার পক্ষ থেকে কোন সহযোগিতা পায়নি। BGMEA- এর তথ্য অনুসারে, এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত ক্রেতারা ৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমান ক্রয় আদেশ বাতিল করেছে, যার ফলশ্রুতিতে আনুমানিক ২২ লক্ষ ৮০ হাজার শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ব্র্যান্ড/ক্রেতারা তাদের দেশের বিধিবিধানের কাছে দায়বদ্ধ, যা তাদের শেয়ার হোল্ডারদের সুরক্ষা দিলেও সাপ্লাইয়ার এবং তাদের শ্রমিকের জন্য কোন সুরক্ষা প্রদান করে না। পরবর্তীতে ৮৫% অর্ডার পুনঃবহাল হয়েছে।

- দুর্যোগ বা অতিমারীকালীন পরিস্থিতিতে পণ্য সরবরাহকারী কারখানার সাথে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষার জন্য আমদানীকৃত দেশগুলোকে তাদের ব্যক্তিখাতের (ক্রেতাদের) আইনগত দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।
- ক্রেতাদের চুক্তিবদ্ধ কারখানার তথ্য এবং ব্যবসার পরিধি বিষয়ক তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক সুরক্ষা এবং বেকারভাতা প্রদানের ব্যবস্থা না থাকা

সংকটকালীন পরিস্থিতিতে পোশাক শিল্প কর্তৃক বেকার শ্রমিকদের বেকারভাতা বা বীমার ব্যবস্থা ছিল না, যে কারণে পোশাক শিল্পকে সরকারী বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে। এই নির্ভরশীলতা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা প্রতীয়মান হয়েছে।

- আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)- এর মানদন্ড অনুসরণ করে সামাজিক সুরক্ষার জন্য ন্যুনতম প্রাপ্য নির্ধারণ, প্রয়োগ ও তা বজায় রাখতে
- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে কর্মরত অবস্থায় আঘাত/দুর্ঘটনাজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলা স্কিম, চিকিৎসা বীমা, বেকার বীমা/ভাতা প্রদান এর মতো বিষয়গুলোও অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
- তৈরি পোশাক শিল্পের সকল শ্রমিককে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতাভূক্ত করতে হবে।

উপসংহার

তৈরি পোশাক শিল্পে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সরকার প্রদত্ত আর্থিক প্রণোদনা নিঃসন্দেহে শ্রমিক এবং নিয়োগকারীদের উপকৃত করেছে, তবে প্যাকেজটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। সরকারী অর্থের যথাযথ ব্যবহার করে শ্রমিকদের জীবিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ব্যক্তিখাতের দায়বদ্ধতা আবশ্যক। আমরা মনে করি, এই অতিমারীর বা যে কোন দুর্যোগ উত্তরণে উপরে উল্লেখিত সুপারিশগুলো সরকার, ব্যক্তিখাত এবং শ্রমিক প্রতিনিধিগণ বিবেচনা করবেন।

সজাগ কোয়ালিশন

সজাগ কোয়ালিশন হলো, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিস ট্রাস্ট (BLAST), ক্রিশ্চিয়ান এইড এবং নারীপক্ষ'র একটি সম্মিলিত উদ্যোগ, যা পোশাক শিল্পে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা হ্রাসের লক্ষ্যে কাজ করছে। সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তৈরি পোশাক শিল্প খাতে কর্মরত শ্রমিক, ব্যবস্থাপক, সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সাথে আলাপ-আলোচনা এবং দেনদরবারের মাধ্যমে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য, সহিংসতা এবং অসমতার বিরুদ্ধে কাজ করার লক্ষ্যে সজাগ এর পথচলা। এই উদ্যোগটিকে সহায়তা করছে দাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি সমন্বিত প্লাটফর্ম- Funders Organized for Rights in the Global Economy (FORGE).

© 2021 Shojag Coalition

প্রকাশনায়: সজাগ কোয়ালিশন
(ব্লাস্ট, ক্রিশ্চিয়ান এইড এবং নারীপক্ষ)
প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর ২০২১
ডিজাইন: সজাগ কোয়ালিশন
মুদ্রণ: পপুলার কমিউনিকেশন
সহযোগিতায়: Funders Organized for Rights in the Global Economy (FORGE).

সজাগ : shojag2017@gmail.com
রওশন আরা : rowshon2010@gmail.com
ফারহানা আফরোজ : fafroz@christian-aid.org
তৈয়্যবুর রহমান : tayebur@blast.org.bd